৪৭

তারিখ ..02 JUN 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

দৈনিক সংবাদ

বিশেষ পরীক্ষার্থী, বিশেষ সুযোগ ঃ মন্ত্রণালয় কর্তার চাপ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অভিনব কীর্তি

রাশেদ আহমেদ ।। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে 'বিশেষ রোল নম্বরধারী' এক পরীক্ষার্থীকে 'বিশেষ ব্যবস্থায়' পরীক্ষা দিতে দেয়ার এক আশ্চর্যজনক কাহিনী ধরা পড়েছে। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্ম-কর্তার সুবাদে এই পরীক্ষার্থী পেয়েছে এতো সব সুযোগ। বোর্ডের সমস্ত নিয়মনীতি উপেক্ষা করেই তাকে এই সুযোগ দেয়া হয় বলে জানা যায়। এরপর ধরা পড়ে বিশেষ পরীক্ষার্থীর আরেক অপকীর্তি। তখনই কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে সাপ।

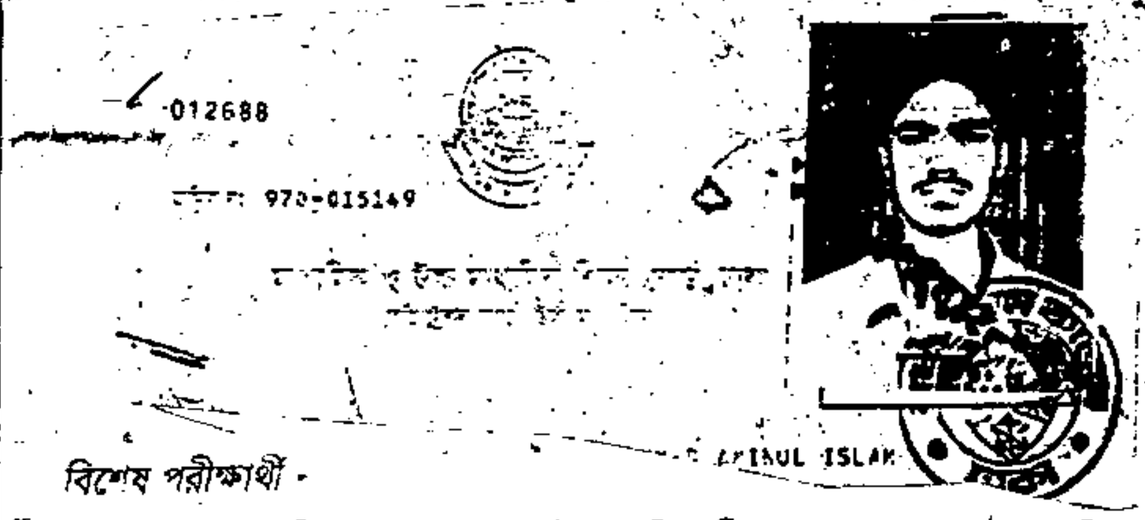

পরীক্ষার্থীর নাম আবু সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। সে নটরডেম কলেজের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র। পরীক্ষার মাত্র ১৫ দিন আগে বোর্ডের সমস্ত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে তাকে 'ফরম ফিলাপ' করতে দেয়া হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় আসে তার প্রবেশপত্র। নটরডেম কলেজের পরীক্ষার্থীদের এবার আসন পড়েছে তেজগাঁও সরকারি বিজ্ঞান কলেজে। এই পরীক্ষার্থীও যথারীতি সেখানে পরীক্ষা দিতে যায় প্রবেশপত্র, নিবন্ধনপত্রসহ বোর্ড থেকে একটি বিশেষ চিঠি নিয়ে। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আতাউর রহমান এই চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন বিজ্ঞান কলেজের পরীক্ষা কর্মকর্তার বরাবর। চিঠিতে বলা হয়ঃ আবু সৈয়দ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে বিশেষ রোল নম্বর ৯৯০০০১ প্রদান করে প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করে তার উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার (ওএমআর) প্রথম অংশ না ছিঁড়ে উত্তরপত্র পৃথকভাবে সিলগালাযুক্ত প্যাকেটে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে হাতে হাতে জমা দিতে হবে। কোন এক পরীক্ষার্থীর জন্য এ নিয়ম অভিনব। কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হওয়ার পর পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পাঠানোর সময় কেন্দ্র থেকে উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) অংশ কীর্তি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

বিশেষ পরীক্ষার্থী

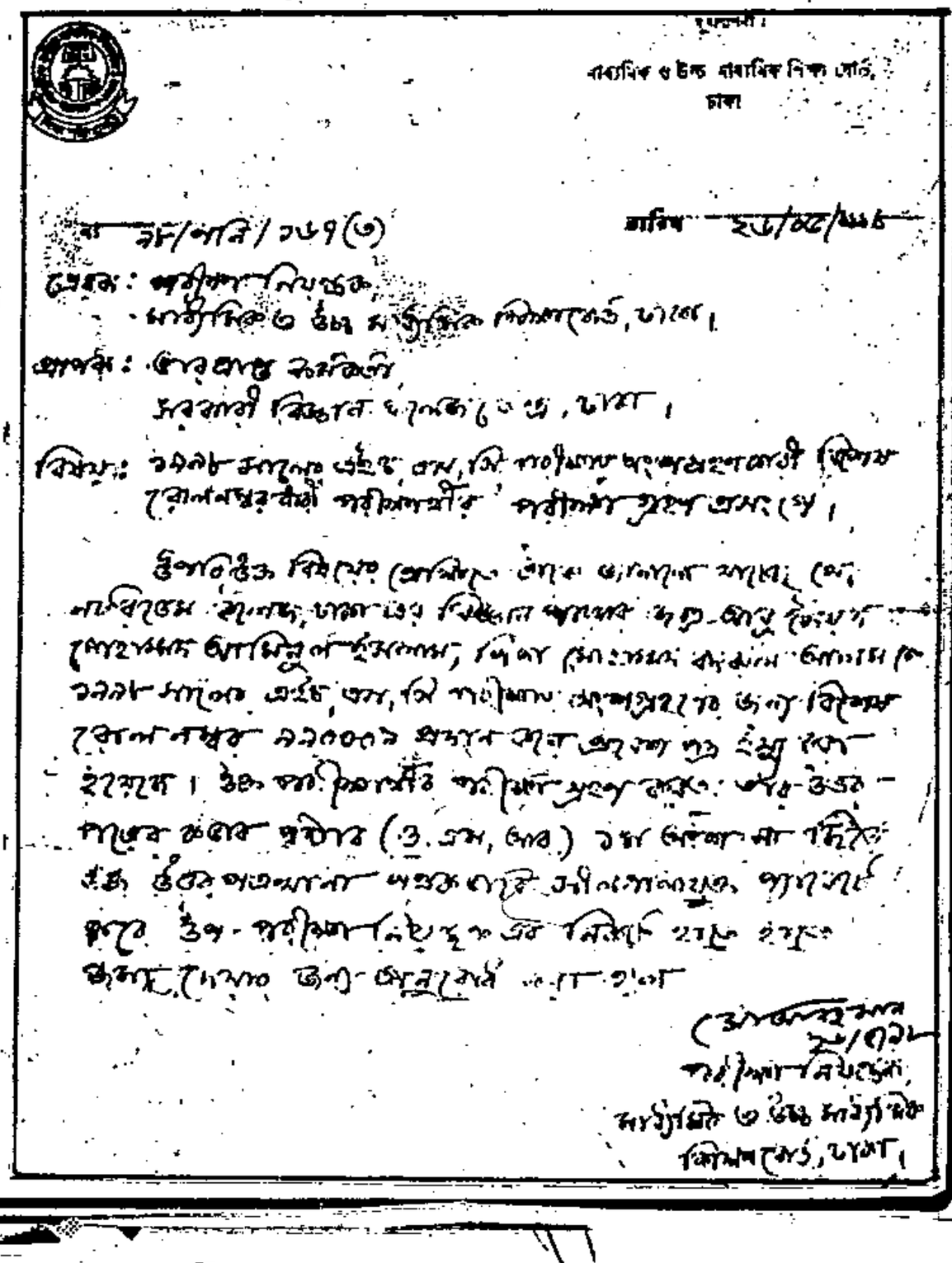

কীর্তি ঃ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছিঁড়ে আলাদাভাবে পাঠানোর নিয়ম। এই পদ্ধতিতে একমাত্র কম্পিউটার ছাড়া কোন উত্তরপত্র শনাক্ত করা যায় না। উত্তরপত্র দেখার সময় কোন দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি এড়াতেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ পরীক্ষার্থীর হাতে অভিনব চিঠির নির্দেশ দেখে যোগাযোগ করেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সাথে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক টেলিফোনে তাকে সেভাবেই পরীক্ষা নিতে বলেন। বিশেষ ব্যবস্থায় তার প্রথম পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষার দিনে পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়ে আরেক কীর্তি। দেখা যায় পরীক্ষার্থী তার বাসা থেকে সাদা কাগজে ৩২ পৃষ্ঠার প্রশ্নোত্তর লিখে এনে উত্তরপত্রের ''সেলাই পিন'' খুলে সংযুক্ত করে দিচ্ছে। পরিদর্শক এ অপকর্ম দেখে তার খাতা কেড়ে নেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে তাকে বহিষ্কার করেন।

এর পরপরই পরীক্ষার্থী চলে যায় বোর্ড অফিসে। কিছুক্ষণ পর বোর্ড থেকে টেলিফোন আসে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে তার প্রতি সদয় হওয়ার জন্যে। অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশীদ এতে নমনীয় হননি। অধ্যক্ষ এই প্রতিবেদককে বলেন, তৃতীয় দিন থেকে আমি ঐ পরীক্ষার্থীকে হলে ঢুকতে দেইনি। বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়া তার কাছে অভিনব ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর সাথে প্রভাবশালী কেউ জড়িত থাকতে পারে বলে তিনি জানান। এ সম্পর্কে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আতাউর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বিশেষ ব্যবস্থায় কোন পরীক্ষার্থীর ফরম ফিলাপ ও পরীক্ষা নেয়া আইন ও নীতিবিরোধী। কিন্তু তিনি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার চাপে এই কাজ হয়েছে বলে তিনি জানান। তবে তিনি উক্ত কর্মকর্তার নাম প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানিয়েই এই কাজ হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এ বছর বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে এ ধরনের আর কোন পরীক্ষার্থী রয়েছে কিনা- এ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই একজন পরীক্ষার্থীকেই এই সুযোগ দেয়া হয়েছে।

এসব দুর্নীতি প্রশ্রয় দিচ্ছেন কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি বিবেকের কাছে দংশিত হচ্ছি। এ সম্পর্কে নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এই ছেলেটি ছিল আমার কলেজের অনিয়মিত ছাত্র। লেখাপড়ায়ও মনোযোগী নয়। গত বছর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময় না এসে পরীক্ষার মাত্র ১৫ দিন আগে বোর্ডের একটি অনুমতিপত্র নিয়ে এই ছেলে ফরম ফিলাপ করেছে। যেহেতু বোর্ডের অনুমতি ছিল তাই আমি তার ফরমে সই করে দিয়েছি। আমি শুনেছি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডে তার লোক রয়েছে। তার পিতার নাম মোহাম্মদ বদরুল আলম।